বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর কার্যালয়

বার্ষিক অডিট রিপোর্টঃ ২০১২-২০১৩

প্রথম খণ্ড

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ উপজেলা ও জেলা পরিষদ, পৌরসভা এবং সিটি কর্পোরেশন {ঢাকা (দক্ষিণ ও উত্তর) এবং নারায়ণগঞ্জ} এর ২০১১-২০১২ অর্থ বছরের হিসাব সম্পর্কিত

অর্থ বৎসরঃ ২০১১-২০১২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

সূচীপত্র

ক্রঃ নং	বিবরণ		পৃষ্ঠা নং
০১.	কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর প্রত্যয়ন।		ক
০২.	মহাপরিচালকের বক্তব্য		খ
০৩.	প্রথম অধ্যায়		১
০৪.	অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ		৩-৪
০৫.	অডিট বিষয়ক তথ্য		৫
০৬.	ম্যানেজমেন্ট ইস্যু		৫
০৭.	অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ		৫
০৮.	অডিটের সুপারিশ		৬
০৯.	দ্বিতীয় অধ্যায়		৭-১০
পৌরসভা, উপজেলা ও জেলা পরিষদ এর আপত্তি সমূহ	অনুচ্ছেদ নম্বর-১।	হাট বাজার ইজারা মূল্যের ২০% ও ৫% সেলামি আদায় না করায় / আদায়কৃত টাকা সরকারি খাতে জমা না করায় রাজস্ব ক্ষতি।	১১
	অনুচ্ছেদ নম্বর-২।	ইজারা মূল্য এবং ট্রেড লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন ফি/ যন্ত্রপাতি ভাড়ার উপর ১৫% ভ্যাট আদায় না করায়/ কম আদায় করায়/ আদায়কৃত টাকা সরকারি খাতে জমা না করায় রাজস্ব ক্ষতি।	১২
	অনুচ্ছেদ নম্বর-৩।	ইজারা মূল্যের উপর ৫% আয়কর আদায় না করায়/ আদায়কৃত টাকা সরকারি কোষাগারে জমা না করায় রাজস্ব ক্ষতি।	১৩
	অনুচ্ছেদ নম্বর-৪।	ঠিকাদারের বিল হতে আদায়কৃত আয়কর সরকারি কোষাগারে জমা না করায় রাজস্ব ক্ষতি।	১৪
	অনুচ্ছেদ নম্বর-৫।	ঠিকাদারের বিল হতে ৫.৫% ভ্যাট আদায় না করা/ কম আদায় করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি।	১৫
	অনুচ্ছেদ নম্বর-৬।	ইজারাদারের নিকট থেকে অনাদায়ী অর্থ আদায় না করায় সংস্থার আর্থিক ক্ষতি।	১৬
	অনুচ্ছেদ নম্বর-৭।	বিভিন্ন রশিদের মাধ্যমে আদায়কৃত অর্থ এবং পৌরকর পৌর তহবিলে জমা না করায় সংস্থার আর্থিক ক্ষতি।	১৭-২০
সিটি কর্পোরেশন এর আপত্তি সমূহ	অনুচ্ছেদ নম্বর-৮।	পৌর ফিলিং ষ্টেশন ও বাস টার্মিনাল ইজারা, বিজ্ঞাপনী সংস্থা/দোকান ও জমি/ যন্ত্রপাতি ভাড়ার উপর এবং ট্রেড লাইসেন্স প্রদান ও নবায়নকালে লাইসেন্স গ্রহণকারী ব্যক্তির নিকট হতে উৎসে ১৫% ভ্যাট আদায় না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি।	২১-২২
	অনুচ্ছেদ নম্বর-৯।	ঠিকাদারের মোট পরিশোধিত বিলের উপর ৫.৫% ভ্যাট আদায় না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি।	২৩-২৪

ক্রঃ নং	বিবরণ		পৃষ্ঠা নং
	অনুচ্ছেদ নম্বর-১০।	ঠিকাদারের বিল এবং বাস টার্মিনাল হতে ৫% উৎসে আয়কর আদায় না করায়/ কম আদায় করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি।	২৫-২৬
	অনুচ্ছেদ নম্বর-১১।	বিভিন্ন গাড়িতে সরবরাহকৃত জ্বালানী জাতু দ্রব্যাদি (লুব্রিকেন্ট) বিলে ১০% লভ্যাংশ যোগ করে পৌর ফিলিং ষ্টেশনকে অতিরিক্ত বিল পরিশোধ করায় সংস্থার আর্থিক ক্ষতি।	২৭
	অনুচ্ছেদ নম্বর-১২।	Dense Bituminous Surfacing (Plant Method) Premix Bituminous প্রতি বর্গমিটারে প্রাক্কলিত মূল্য অপেক্ষা অধিকহারে ঠিকাদারকে বিল পরিশোধ করায় সংস্থার আর্থিক ক্ষতি।	২৮-২৯
	অনুচ্ছেদ নম্বর-১৩।	গোমতি ফিলিং ষ্টেশনের নামে কোন সিএনজি গ্যাস ষ্টেশন না থাকা সত্বেও সংশ্লিষ্ট ফিলিং ষ্টেশনের নামে বিভিন্ন গাড়ির সিএনজি ক্রয় দেখিয়ে বিল পরিশোধ করায় সংস্থার আর্থিক ক্ষতি।	৩০
	অনুচ্ছেদ নম্বর-১৪।	মিরপুর গাবতলী গবাদী পশুর হাট ইজারালব্ধ অর্থের উপর ৫% অর্থ সেলামি হিসাবে "৭-ভূমি রাজস্ব" খাতে জমা প্রদান না করায় রাজস্ব ক্ষতি ।	৩১
	অনুচ্ছেদ নম্বর-১৫।	সিডিউল অব রেইটস অপেক্ষা অস্বাভাবিক বেশি দরের আইটেমের মাধ্যমে কাজ করার ফলে ঠিকাদারকে অতিরিক্ত পরিশোধ ।	৩২
	অনুচ্ছেদ নম্বর-১৬।	এ.সি.আই ফরমুলেশন লিমিটেড সর্বনিম্ন দরদাতা হওয়া সত্বেও এ.সি.আই হতে মশক নিবারক কীটনাশক এডালটিসাইড ক্রয় না করায় অতিরিক্ত পরিশোধ ।	৩৩
	অনুচ্ছেদ নম্বর-১৭।	ট্রেড লাইসেন্স নবায়নকালে অগ্রিম আয়কর আদায় না করায় রাজস্ব ক্ষতি।	৩৪
	অনুচ্ছেদ নম্বর-১৮।	ইজারাদারের নিকট থেকে ইজারা অনাদায়ী থাকায় সংস্থার আর্থিক ক্ষতি।	৩৫
১০.	মহাপরিচালকের স্বাক্ষর		৩৫

ক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২৮, কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এবং কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) (এ্যামেন্ডমেন্ট) এ্যাক্ট, ১৯৭৫ অনুযায়ী মহাপরিচালক, স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত এ অডিট রিপোর্ট জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

স্বাক্ষরিত

তারিখঃ ২৫/০৪/১৪২৪ বঙ্গাব্দ
০৯/০৮/২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

মাসুদ আহমেদ
বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল।

মহাপরিচালকের বক্তব্য

মহাপরিচালক, স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তরের নিরীক্ষাধীন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ২০১১-২০১২ অর্থ বৎসরের হিসাব নিরীক্ষা বিভিন্ন সময়ে সম্পন্ন করা হয়। নিরীক্ষা সমাপনান্তে বিভিন্ন পৌরসভা, উপজেলা ও জেলা পরিষদের মোট ০৭ টি অনুচ্ছেদের বিপরীতে জড়িত অর্থের পরিমাণ ৭,২৪,৬৮,৫৭০/-টাকা, ঢাকা (দক্ষিণ ও উত্তর) এবং নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের উপর কমপ্ল্যায়েন্স অডিটের ১১ টি অনুচ্ছেদের বিপরীতে জড়িত অর্থের পরিমাণ ৭,৯৩,২৬,৪৪৩/- টাকা সর্বমোট ১৫,১৭,৯৫,০১৩/- টাকা সম্বলিত অডিট রিপোর্ট প্রণয়ন করা হয়েছে।

উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানের হিসাব দৈবচয়ন পদ্ধতিতে নমুনায়নের মাধ্যমে নিরীক্ষা করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ সংস্থাসমূহের যে সকল আর্থিক অনিয়ম এই রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তা উত্থাপিত সময়ের সমগ্র লেনদেনের ক্ষুদ্র নিরীক্ষীত অংশের প্রতিফলন মাত্র। সুতরাং এ প্রতিবেদনের আপত্তি ও মন্তব্য উদাহরণমূলক এবং প্রতিষ্ঠান সমূহের আর্থিক শৃংখলার পূর্ণাঙ্গ চিত্র নয়।

এ রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত অনিয়মগুলোর পর্যালোচনা করে প্রতীয়মান হয় যে, নিরীক্ষিত অফিসগুলোর ক্ষেত্র বিশেষে সরকারি বিধি বিধান পরিপালন না করা, সুশৃঙ্খল আর্থিক ব্যবস্থাপনার অভাব এবং অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার অপ্রতুলতা ও পূর্ববর্তী অডিট আপত্তি সমূহের উপর গুরুত্বারোপ না করার কারণে অনিয়মগুলো সংঘটিত হয়েছে। অডিট পর্যবেক্ষণের সাথে জড়িত অর্থ আদায়ের বিষয়ে প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম ত্বরান্বিত করা হলে সরকারি কোষাগারে উল্লিখিত রাজস্ব জমা করা সম্ভব।

স্বাক্ষরিত

(মোঃ জাকির হোসেন খোন্দকার)
মহাপরিচালক
স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর।

তারিখঃ ১০/০১/১৪২৪ বঙ্গাব্দ
২৩/০৪/২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

প্রথম অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ ও ম্যানেজমেন্ট ইস্যু)

অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ

অনুঃ নং	আপত্তির শিরোনাম	টাকার পরিমাণ
১	২	৩
পৌরসভা, উপজেলা ও জেলা পরিষদ এর আপত্তিসমূহ		
১.	হাট বাজার ইজারা মূল্যের ২০% ও ৫% সেলামি আদায় না করায় / আদায়কৃত টাকা সরকারি খাতে জমা না করায় রাজস্ব ক্ষতি।	৬৫,৮১,৬৪৩/-
২.	ইজারা মূল্য এবং ট্রেড লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন ফি/ যন্ত্রপাতি ভাড়ার উপর ১৫% ভ্যাট আদায় না করায়/ কম আদায় করায়/ আদায়কৃত টাকা সরকারি খাতে জমা না করায় রাজস্ব ক্ষতি।	৩,৯১,১৩,০৮৪/-
৩.	ইজারা মূল্যের উপর ৫% আয়কর আদায় না করায়/ আদায়কৃত টাকা সরকারি কোষাগারে জমা না করায় রাজস্ব ক্ষতি।	৭০,৭১,৮২৬/-
৪.	ঠিকাদারের বিল হতে আদায়কৃত আয়কর সরকারি কোষাগারে জমা না করায় রাজস্ব ক্ষতি।	৬২,৮৬,৩৩১/-
৫.	ঠিকাদারের বিল হতে ৫.৫% ভ্যাট আদায় না করা/ কম আদায় করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি।	১,২২,৫৪,০০৪/-
৬.	ইজারাদারের নিকট থেকে অনাদায়ী অর্থ আদায় না করায় সংস্থার আর্থিক ক্ষতি।	৬,৭২,৩৯৭/-
৭.	বিভিন্ন রশিদের মাধ্যমে আদায়কৃত অর্থ এবং পৌরকর পৌর তহবিলে জমা না করায় সংস্থার আর্থিক ক্ষতি।	৪,৮৯,২৮৫/-
	মোট=	**৭,২৪,৬৮,৫৭০/-**
সিটি কর্পোরেশন এর আপত্তিসমূহ		
৮.	পৌর ফিলিং ষ্টেশন ও বাস টার্মিনাল ইজারা, বিজ্ঞাপনী সংস্থা/দোকান ও জমি/ যন্ত্রপাতি ভাড়ার উপর এবং ট্রেড লাইসেন্স প্রদান ও নবায়নকালে লাইসেন্স গ্রহণকারী ব্যক্তির নিকট হতে উৎসে ১৫% ভ্যাট আদায় না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি।	২,২৯,৫৬,৪২৯/-
৯.	ঠিকাদারের মোট পরিশোধিত বিলের উপর ৫.৫%ভ্যাট আদায় না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি।	৬১,৯৫,৮২২/-
১০.	ঠিকাদারের বিল এবং বাস টার্মিনাল হতে ৫% উৎসে আয়কর আদায় না করায়/ কম আদায় করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি।	৬৬,৬০,৬৬৮/-
১১.	বিভিন্ন গাড়িতে সরবরাহকৃত জ্বালানী জাত দ্রব্যাদি (লুব্রিকেন্ট) বিলে ১০% লভ্যাংশ যোগ করে পৌর ফিলিং ষ্টেশনকে অতিরিক্ত বিল পরিশোধ করায় সংস্থার আর্থিক ক্ষতি।	২৬,১২,৩৫৭/-

অনুঃ নং	আপত্তির শিরোনাম	টাকার পরিমাণ
১	২	৩
১২.	Dense Bituminous Surfacing (Plant Method) Premix Bituminous প্রতি বর্গমিটারে প্রাক্কলিত মূল্য অপেক্ষা অস্বাভাবিক অধিকহারে ঠিকাদারকে বিল পরিশোধ করায় সংস্থার আর্থিক ক্ষতি।	৯,০২,৯৪০/-
১৩.	গোমতি ফিলিং ষ্টেশনের নামে কোন সিএনজি গ্যাস ষ্টেশন না থাকা সত্বেও সংশ্লিষ্ট ফিলিং ষ্টেশনের নামে বিভিন্ন গাড়ির সিএনজি ক্রয় দেখিয়ে বিল পরিশোধ করায় সংস্থার আর্থিক ক্ষতি।	৩,০৪,৯৪,৬৫৬/-
১৪.	মিরপুর গাবতলী গবাদী পশুর হাট ইজারালব্ধ অর্থের উপর ৫% অর্থ সেলামি হিসাবে "৭-ভূমি রাজস্ব" খাতে জমা প্রদান না করায় রাজস্ব ক্ষতি ।	৩৫,০৫,০০০/-
১৫.	সিডিউল অব রেইটস অপেক্ষা অস্বাভাবিক বেশি দরের আইটেমের মাধ্যমে কাজ করার ফলে ঠিকাদারকে অতিরিক্ত পরিশোধ ।	১৩,৭৯,৫৭১/-
১৬.	এ.সি.আই ফরমুলেশন লিমিটেড সর্বনিম্ন দরদাতা হওয়া সত্বেও এ.সি.আই হতে মশক নিবারক কীটনাশক এডালটিসাইড ক্রয় না করায় অতিরিক্ত পরিশোধ করা হয়েছে।	৩৩,৬৩,০০০/-
১৭.	ট্রেড লাইসেন্স নবায়নকালে অগ্রিম আয়কর আদায় না করায় রাজস্ব ক্ষতি।	২,৭৪,০০০/-
১৮.	ইজারাদারের নিকট থেকে ইজারা অনাদায়ী থাকায় সংস্থার আর্থিক ক্ষতি।	৯,৮২,০০০/-
	মোট=	৭,৯৩,২৬,৪৪৩/-
	সর্বমোট	১৫,১৭,৯৫,০১৩/-

অডিট বিষয়ক তথ্য

নিরীক্ষা অর্থ বৎসর		২০১১-২০১২
নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের নাম	ঃ	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এর আওতাধীন পৌরসভা, উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ এবং সিটি কর্পোরেশন {ঢাকা (দক্ষিণ ও উত্তর) এবং নারায়ণগঞ্জ} অফিসসমূহ।
নিরীক্ষার প্রকৃতি	ঃ	নিয়মানুসরণ অডিট ।
নিরীক্ষার সময়	ঃ	পৌরসভা- জুলাই ২০১১ হতে জুন, ২০১২খ্রিঃ জেলা ও উপজেলা পরিষদ- জুলাই ২০১১ হতে জুন, ২০১২খ্রিঃ সিটি কর্পোরেশন - জুলাই ২০১১ হতে জুন, ২০১২খ্রিঃ

ম্যানেজমেন্ট ইস্যু :

- আদায়কৃত ভ্যাট, আয়কর , ইজারা বাবদ প্রাপ্ত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা না করা ;
- যথাযথ কর্তৃপক্ষের দুর্বল মূল্যায়ন ও তদারকি ;
- দুর্বল অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ;
- রিপোর্ট রিটার্নে ভ্যাট ও আয়কর বাবদ প্রাপ্ত অর্থ সরকারি খাতে জমার বিষয়টি প্রতিফলন না করা ;
- যানবাহন ক্রয়, সংগ্রহ, মেরামত এবং জ্বালানী ব্যয়ের ক্ষেত্রে সরকারী বিধি বিধান পরিপালনের ক্ষেত্রে গুরুত্ব অনুধাবন, ব্যয়ের ক্ষেত্রে মিতব্যয়িতা, দক্ষতা এবং ফলপ্রসুতার সমন্বয় ঘটানোর বিষয়ে বাস্তব তথ্য উদঘাটন।
- পূববর্তী অডিট আপত্তিসমূহের উপর গুরুত্বারোপ না করা ;

অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ :

- বিধি মোতাবেক হিসাব সংরক্ষণ না করা;
- ক্যাশ বহি সংরক্ষণে অনিয়ম;
- প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের জন্য লিখিত দায়িত্ব বন্টন না থাকা ;
- সরকারি বিধি-বিধান যথাযথভাবে অনুসরণ না করা ;
- সরকারি বিধি বিধান লংঘন করে যানবাহন ক্রয়, সংগ্রহ, মেরামত এবং জ্বালানী ব্যয়ের ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ।
- রেকর্ডপত্র সংরক্ষণের বিষয়ে সতর্কতার অভাব।
- সরকারি অর্থ আদায় ও জমাদানের বিষয়ে যথা সময়ে যথার্থ পদক্ষেপ গ্রহণ না করা।
- ব্যয়ের ক্ষেত্রে দক্ষতা, মিতব্যয়িতা এবং ফলপ্রসূতার অভাব।

- নিলাম বিক্রয়ের ক্ষেত্রে সরকারি বিধি বিধান যথাযথ ভাবে পরিপালন না করা।
- আয়কর ও ভ্যাট কর্তন ও জমাদানের বিষয়ে সরকারি বিধি বিধান পরিপালনে আন্তরিকতার অভাব।
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় শৈথিল্য ;

অডিটের সুপারিশ :

- শুদ্ধভাবে হিসাব সংরক্ষণ এবং সময়মত হিসাব প্রণয়ন করা আবশ্যক।
- ক্যাশ বই ও ব্যাংক হিসাবের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা আবশ্যক।
- সংশ্লিষ্ট সংস্থা সমূহের জন্য প্রযোজ্য ভ্যাট, আয়কর, ইজারা সংক্রান্ত বিধি-বিধান পরিপালন করা আবশ্যক।
- সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হার অনুযায়ী রাজস্ব আদায় করা আবশ্যক।
- প্রতিষ্ঠানের আয় বৃদ্ধি সহ অনাদায়ী রাজস্ব আদায় করে বিধি মোতাবেক সরকারি কোষাগারে জমা নিশ্চিত করা প্রয়োজন।
- প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করা আবশ্যক।
- প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা জোরদার করা আবশ্যক।
- কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের মধ্যে কার্যকর ও লিখিত দায়িত্ব বন্টন করা আবশ্যক।
- সরকারী বিধি বিধান, আদেশ নির্দেশ যথাযথভাবে পরিপালন এবং তদানুযায়ী কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।
- বরাদ্দ প্রাপ্ত অর্থ সঠিক খাতে ব্যয়ের বিষয়ে নিশ্চয়তা বিধান।
- সরকারি সম্পদের মালিকানা বিষয়ে বিশেষ তৎপর হওয়া একান্ত আবশ্যক।
- অডিট আপত্তি দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যাপারে যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ করা আবশ্যক।

দ্বিতীয় অধ্যায়
(অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)

পৌরসভা, জেলা ও উপজেলা পরিষদসমূহের অনুচ্ছেদসমূহ

অনুচ্ছেদ নং- ১॥

শিরোনাম	ঃ	**হাট বাজার ইজারা মূল্যের ২০% ও ৫% সেলামি হিসেবে আদায় না করায় / আদায়কৃত অর্থ সরকারি খাতে জমা না করায় ৬৫,৮১,৬৪৩/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি।**
বিবরণ	ঃ	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীনস্থ পৌরসভা ও উপজেলা পরিষদের ২০১১-১২ অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষায় পরিলক্ষিত হয় যে, হাট বাজার ইজারা মূল্যের উপর সেলামী বাবদ ৫% সেলামী স্বরূপ সরকারি খাতে জমা না করায় ১১টি পৌরসভার ৫২,৮০,৬৩৪/- টাকা, ২টি উপজেলা পরিষদের ৯,৯৯,১৭৩/- টাকা এবং ২টি উপজেলা পরিষদের ২০% অর্থ সরকারি খাতে জমা না করায় **৩,০১,৮৩৬/-** টাকা সহ সর্বমোট ৬৫,৮১,৬৪৩/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের ০৭/০২/২০০৮ খ্রিঃ তারিখের পত্র নং-প্রজেই-২/ হ-৫/২০০৮/১১৬/১ (৫৫০০) এর ৪(খ) (১) মোতাবেক পৌরসভার ক্ষেত্রে এবং ৪(ক)(১) মোতাবেক উপজেলা পরিষদের ক্ষেত্রে ইজারা মূল্য হতে ইজারা জনিত খরচ বাদে অবশিষ্ট মূল আয়ের ৫% অর্থ সেলামী স্বরূপ "৭-ভূমি রাজস্ব" খাতে এবং ৪(ক) (২) মোতাবেক উপজেলা পরিষদের ক্ষেত্রে ২০% অর্থ " ৭- ভূমি রাজস্ব" খাতের অধীনে " ৪- হাটবাজার ইজারা হতে জমা" নামক গৌণ খাতে ইজারা টাকা আদায়ের ০৭(সাত) কর্মদিবসের মধ্যে জমা প্রদান করতে হবে। [বিস্তারিত বিবরণ ২য় খন্ডের পরিশিষ্ট- "১" তে প্রদত্ত।]
অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব	ঃ	আপত্তিকৃত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা করে অডিট অফিসকে অবহিত করা হবে।
নিরীক্ষা মন্তব্য	ঃ	▪ জবাব সন্তোষজনক নয়। ▪ আপত্তিকৃত অর্থ আদায় পূর্বক যথাযথ খাতে জমা করণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক। ▪ সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ২৮/০১/২০১৩, ০৪/০২/২০১৩ এবং ২০/০৬/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এর সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ২৮/০২/২০১৩, ০৩/০৩/২০১৩ এবং ০৮/০৪/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০৩/০৬/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়, অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব/ মন্তব্য পাওয়া যায়নি।
নিরীক্ষার সুপারিশ	ঃ	উক্ত অনিয়মের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত অর্থ সংশ্লিষ্টদের নিকট হতে আদায় পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করে প্রমাণকসহ নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং- ২॥

শিরোনাম	ঃ	**ইজারা মূল্য এবং ট্রেড লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন ফি/ যন্ত্রপাতি ভাড়ার উপর ১৫% ভ্যাট আদায় না করায়/ কম আদায় করায়/ আদায়কৃত টাকা সরকারি খাতে জমা না করায় ৩,৯১,১৩,০৮৪/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি।**
বিবরণ	ঃ	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীনস্থ পৌরসভা, উপজেলা পরিষদ ও জেলা পরিষদের ২০১১-১২ সনের হিসাব নিরীক্ষায় পরিলক্ষিত হয় যে, খোয়াড় / খেয়াঘাট/ ফেরীঘাট / পুকুর / জলমহল/ হাট বাজার ইজারা গ্রহীতা এবং দোকান বরাদ্দের সেলামি ও খাস আদায় হতে ১৫% ভ্যাট আদায় পূর্বক সরকারি খাতে জমা না করায় ১৮টি পৌরসভার ২,১৭,১৪,০৯১/- টাকা এবং ০৭টি উপজেলা পরিষদ ৮১,৬৯,৭৫১/- টাকা ও ০৬টি জেলা পরিষদের আদায়কৃত টাকা সরকারি খাতে জমা না করায় ৯২,২৯,২৪২/- টাকা সহ সর্বমোট ৩,৯১,১৩,০৮৪/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের ০৭/০২/২০০৮ খ্রিঃ তারিখের পত্র নং- প্রজেই-২/ হ-৫/২০০৮/১১৬/১ (৫৫০০)এর ১.৩ (ঝ) মোতাবেক ইজারার দরপত্র অনুমোদনের বিষয়টি দরপত্র দাতা অবহিত হওয়ার ০৭(সাত) কর্মদিবসের মধ্যে ১৫% ভ্যাট আদায়যোগ্য। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এস.আর.ও নং-২৪৪-আইন/ ২০১০/৫৬৪-মূসক তারিখ ৩০/৬/২০১০ ও সাধারণ আদেশ নং-৭/মূসক/২০১১ তারিখ ১৮/৮/২০১১ মোতাবেক বিভিন্ন লাইসেন্স ও নবায়ন ফি'র উপর ১৫% ভ্যাট আদায়যোগ্য। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পরিপত্র ন- ১৪(৭) মূসক-বাস্তবায়ন সেবা ও আবঃ/২০০৭/ ১৩৬(১-৫৮) তারিখ ২/৯/২০০৯ মোতাবেক যন্ত্রপাতি ভাড়ার উপর ১৫% ভ্যাট কর্তনযোগ্য। [বিস্তারিত বিবরণ ২য় খন্ডের পরিশিষ্ট- "২" তে প্রদত্ত।]
অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব	ঃ	জয়পুরহাট পৌরসভা আপত্তি হতে অব্যাহতি চেয়েছে। সাভার পৌরসভা জবাবদানে বিরত থাকে। ময়মনসিংহ পৌরসভা জানায় যে, ১৫% ভ্যাট আদায় করা হলে আয় কমে যাবে,বেতন ভাতা ও অন্যান্য ব্যয় নির্বাহ করা সম্ভব হবে না। অন্যান্য প্রতিষ্ঠান জানায় যে, আপত্তিকৃত অর্থ আদায় পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করে অডিট অফিসকে অবহিত করা হবে।
নিরীক্ষা মন্তব্য	ঃ	▪ জবাব সন্তোষজনক নয়। কেননা সরকারি আদেশ মোতাবেক ভ্যাট বাবদ আপত্তিকৃত অর্থ আদায়ের এবং আদায়কৃত অর্থ সরকারি খাতে জমাদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক ছিল। ▪ সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ৩০/১২/২০১২, ০৪/০২/২০১৩ এবং ১৮/০৩/২০১৩ খ্রি. তারিখে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এর সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ১০/০২/২০১৩, ০১/০৪/২০১৩ এবং ১৮/০৪/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০৩/০৬/১৩, ২৩/০৬/২০১৩ এবং ০৭/০৭/২০১৩খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়, অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব/ মন্তব্য পাওয়া যায়নি।
নিরীক্ষার সুপারিশ	ঃ	উক্ত অনিয়মের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক আপত্তিকৃত অর্থ সংশ্লিষ্টদের নিকট হতে আদায় পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করে প্রমাণকসহ নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং -৩॥

শিরোনাম	ঃ	ইজারা মূল্যের উপর ৫% আয়কর আদায় না করায়/ আদায়কৃত টাকা সরকারি কোষাগারে জমা না করায় ৭০,৭১,৮২৬/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি।
বিবরণ	ঃ	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন স্থানীয় সরকার বিভাগের ২০১১-১২ সনের হিসাব নিরীক্ষায় পরিলক্ষিত হয় যে, খাস আদায়/খোয়াড়/ খেয়াঘাট/ফেরীঘাট/পুকুর/ জলমহল/হাট বাজার ইজারা গ্রহীতার নিকট থেকে ৫% হারে আয়কর আদায় না করায় ০৬টি পৌরসভার ১৪,২৬,৮৯২/- টাকা এবং ০৫টি উপজেলা ২৮,৬১,৪৯৩/- টাকা ও ০৪টি জেলা পরিষদের ২৭,৮৩,৪৪১/- টাকাসহ সর্বমোট ৭০,৭১,৮২৬/- টাকা সরকারের রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের ০৭/০২/২০০৮ খ্রিঃ তারিখের পত্র নং- প্রজেই-২/হ-৫/২০০৮/১১৬/১ (৫৫০০) এর ১.৩(ঝ) মোতাবেক দরপত্র অনুমোদনের বিষয়টি দরপত্র দাতা অবহিত হওয়ার ০৭(সাত) কর্মদিবসের মধ্যে ইজারা মূল্যের উপর ৫% আয়কর আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা না করায় রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে। [বিস্তারিত বিবরণ ২য় খন্ডের পরিশিষ্ট- "৩" তে প্রদত্ত।]
অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব	ঃ	আপত্তিকৃত অর্থ আদায় পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করে অডিট অফিসকে অবহিত করা হবে।
নিরীক্ষা মন্তব্য	ঃ	▪ জবাব সন্তোষজনক নয়। কেননা সরকারি আদেশ মোতাবেক আপত্তিকৃত অর্থ আদায়পূর্বক যথাযথ খাতে জমা করনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক ছিল। ▪ সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ০৪/০২/২০১৩ এবং ১৮/০৩/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এর সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ১৮/০৪/২০১৩ এবং ০১/০৪/২০১৩খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ২৩/০৬/২০১৩ এবং ০৭/০৭/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়, অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব/ মন্তব্য পাওয়া যায়নি।
নিরীক্ষার সুপারিশ	ঃ	উক্ত অনিয়মের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক আপত্তিকৃত অর্থ সংশ্লিষ্টদের নিকট হতে আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করে প্রমাণকসহ নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-৪॥

শিরোনাম	ঃ	ঠিকাদারের বিল হতে আদায়কৃত আয়কর বাবদ ৬২,৮৬,৩৩১/- টাকা সরকারি কোষাগারে জমা না করায় রাজস্ব ক্ষতি।
বিবরণ	ঃ	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীনস্থ ১০টি পৌরসভার ২০১১-১২ সনের হিসাব নিরীক্ষায় পরিলক্ষিত হয় যে, ঠিকাদারের বিল হতে বিবিধ খাতে আদায়কৃত আয়কর বাবদ ৬২,৮৬,৩৩১/- টাকা সরকারি কোষাগারে জমা না করায় রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ২৮/৬/২০০৭ খ্রিঃ তারিখের এস.আর.ও নং-১৬০-আইন/আয়কর/২০০৭ এর বিধি-১৩ মোতাবেক আয়কর সরকারি খাতে জমা করার বিধান রয়েছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এস.আর.ও নং-০৬-আইন/২০০২ তারিখ ৬/১/০২ ও নথি নং- জাঃরাঃবোঃ/আঃআঃ বিঃ/কর-৭/ বাজেট/২০০২/২০১১ তারিখ ১৭/৭/২০১১ মোতাবেক উৎসে আয়কর ০৭(সাত) দিনের মধ্যে জমা যোগ্য। এছাড়া বাংলাদেশ ট্রেজারি রুল ৭(১) মোতাবেক আদায়কৃত অর্থ দ্রুত সরকারি কোষাগারে জমা করতে হবে। [বিস্তারিত বিবরণ ২য় খন্ডের পরিশিষ্ট- "৪" তে প্রদত্ত।]
অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব	ঃ	জামালপুর পৌরসভা জানায় যে, তদন্ত চলছে তদন্ত শেষে অডিট অফিসকে অবহিত করা হবে। ময়মনসিংহ পৌরসভা জানায় যে, আর্থিক স্বচ্ছলতা সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। অন্যন্য পৌরসভা জানায় যে, সরকারি কোষাগারে জমা করে অডিট অফিসকে অবহিত করা হবে।
নিরীক্ষা মন্তব্য	ঃ	▪ জবাব সন্তোষজনক নয়। কেননা, সরকারি আদেশ মোতাবেক আপত্তিকৃত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক ছিল। ▪ সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ১৮/০৩/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এর সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ১৮/০৪/২০১৩খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ২৩/০৬/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়, অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব/ মন্তব্য পাওয়া যায়নি।
নিরীক্ষার সুপারিশ	ঃ	আপত্তিকৃত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা করে প্রমাণকসহ নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং- ৫॥

শিরোনাম	ঃ	**ঠিকাদারের বিল হতে ৫.৫% হারে ভ্যাট বাবদ ১,২২,৫৪,০০৪/- টাকা কম আদায়/ আদায় না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি।**
বিবরণ	ঃ	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীনস্থ পৌরসভা/উপজেলা পরিষদ/ জেলা পরিষদের ২০১১-১২ সনের হিসাব নিরীক্ষায় পরিলক্ষিত হয় যে, ঠিকাদারের বিল হতে ৫.৫% হারে ভ্যাট কম আদায়/ আদায় না করায় ০৮টি পৌরসভার ৭২,৩৩,৪১৬/- টাকা এবং ০৩টি উপজেলা পরিষদ ও ০৩টি জেলা পরিষদের ৫০,২০,৫৮৮/- টাকা সহ সর্বমোট ১,২২,৫৪,০০৪/- টাকা সরকারের রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ১০/০৬/২০১০ তারিখের এস.আর.ও নং- ২০১ আইন-২০১০/৫৫০ মূসক মোতাবেক নির্মাণ সংস্থা শীর্ষক সেবার কোড এস ০০৪.০০ এর অধীন চুক্তিপত্র/ কার্যাদেশে উল্লেখিত মোট সেবা মূল্যের উপর ৫.৫% হারে ভ্যাট ঠিকাদারের বিল হতে উৎসে আদায়/ কর্তন করে সরকারি কোষাগারে জমা না করায় রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে। [বিস্তারিত বিবরণ ২য় খন্ডের পরিশিষ্ট- "৫" তে প্রদত্ত।]
অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব	ঃ	সাভার পৌরসভা জবাবদানে বিরত থাকে। জামালপুর পৌরসভা জানায় যে, তদন্ত চলছে তদন্ত শেষে অডিট অফিসকে অবহিত করা হবে। অন্যান্য পৌরসভা জানায় যে, আপত্তিকৃত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা করে অডিট অফিসকে অবহিত করা হবে।
নিরীক্ষা মন্তব্য	ঃ	▪ জবাব সন্তোষজনক নয়। কেননা, সরকারি আদেশ মোতাবেক ভ্যাট বাবদ আপত্তিকৃত অর্থ যথা সময়ে আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক ছিল। ▪ সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ১৮/০৩/২০১৩ খ্রি. তারিখে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এর সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ১৮/০৪/২০১৩ খ্রি. তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ২৩/০৬/২০১৩ খ্রি. তারিখে আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়, অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব/ মন্তব্য পাওয়া যায়নি।
নিরীক্ষার সুপারিশ	ঃ	দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত অর্থ সংশ্লিষ্টদের নিকট হতে আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করে প্রমাণকসহ নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-৬॥

শিরোনাম	ঃ	**ইজারাদারের নিকট থেকে অনাদায়ী অর্থ আদায় না করায় সংস্থার ৬,৭২,৩৯৭/- টাকা আর্থিক ক্ষতি।**
বিবরণ	ঃ	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীনস্থ ভালুকা পৌরসভা, ময়মনসিংহ কার্যালয়ের ২০১১-১২ সনের হিসাব নিরীক্ষায় পরিলক্ষিত হয় যে, খেয়াঘাট/ ফেরীঘাট /পুকুর/ জলমহাল/ নৌঘাট ও হাটবাজার ইজারাদারের নিকট থেকে অনাদায়ী ৬,৭২,৩৯৭/- টাকা আদায় না করায় সংস্থার আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের ০৭/০২/২০০৮ তারিখের পত্র নং-প্রজেই-২/হ-৫/২০০৮/১১৬/১ (৫৫০০) এর ৯(ক) অনুযায়ী ইজারা টাকা আদায় পূর্বক সংস্থার তহবিলে জমা করার বিধান রয়েছে। [বিস্তারিত বিবরণ ২য় খন্ডের পরিশিষ্ট- "৬" তে প্রদত্ত।]
অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব	ঃ	আদায়পূর্বক সংস্থার তহবিলে জমা করে প্রমাণক অডিট অফিসে প্রেরণ করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব সন্তোষজনক নয়। কেননা, সরকারি আদেশ মোতাবেক আপত্তিতে বর্নিত অর্থ যথাসময়ে আদায় ও সংস্থার তহবিলে জমা করা আবশ্যক ছিল।
- সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ০৭/০৩/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এর সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ০৮/০৪/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ২৩/০৬/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়, অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব/ মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ	ঃ	দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত অর্থ সংশ্লিষ্টদের নিকট হতে আদায় পূর্বক সংস্থার তহবিলে জমা করে প্রমাণকসহ নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং- ৭॥

শিরোনাম	ঃ	বিভিন্ন রশিদের মাধ্যমে আদায়কৃত অর্থ এবং পৌরকর পৌর তহবিলে জমা না করায় ৪,৮৯,২৮৫/- টাকা সংস্থার আর্থিক ক্ষতি।
বিবরণ	ঃ	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীনস্থ কক্সবাজার পৌরসভা, কার্যালয়ের ২০১১-১২ সনের হিসাব নিরীক্ষায় পরিলক্ষিত হয় যে, বিবিধ খাতে আদায়কৃত অর্থ এবং পৌরকর বাবদ ৪,৮৯,২৮৫/- টাকা পৌর তহবিলে জমা করা হয়নি। বাংলাদেশ ট্রেজারি রুল ৭(১) মোতাবেক সরকারি কর্মচারীগণের দ্বারা গৃহীত অথবা তাদের নিকট জমাকৃত সমুদয় অর্থ অনতিবিলম্বে ব্যাংকে জমা করতে হবে এবং সরকারের হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। সরকারের কোন বিভাগ সরকারের রাজস্ব বাবদ প্রাপ্ত অর্থ সরকারের হিসাবের বাইরে রাখতে পারবে না। কাজেই আপত্তিকৃত অর্থ জমা না করায় সংস্থার আর্থিক ক্ষতি। [বিস্তারিত বিবরণ ২য় খন্ডের পরিশিষ্ট- "৭" তে প্রদত্ত।]
অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব	ঃ	জমাদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
নিরীক্ষা মন্তব্য	ঃ	▪ জবাব সন্তোষজনক নয়। কেননা, বিধি মোতাবেক আপত্তিকৃত অর্থ যথা সময়ে পৌর তহবিলে জমার ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক ছিল। ▪ সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ২৮/০৩/২০১৩ খ্রি. তারিখে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এর সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ০২/০৫/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ২৩/০৬/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়, অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব/ মন্তব্য পাওয়া যায়নি।
নিরীক্ষার সুপারিশ	ঃ	আপত্তিকৃত অর্থ পৌর তহবিলে জমা করে প্রমাণকসহ নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক।

সিটি কর্পোরেশনের
অনুচ্ছেদসমূহ

অনুচ্ছেদ নং- ৮ ॥

শিরোনাম ঃ **পৌর ফিলিং ষ্টেশন ও বাস টার্মিনাল ইজারা, বিজ্ঞাপনী সংস্থা/দোকান ও জমি/ যন্ত্রপাতি ভাড়ার উপর এবং ট্রেড লাইসেন্স প্রদান ও নবায়নকালে লাইসেন্স গ্রহণকারী ব্যক্তির নিকট হতে উৎসে ১৫% ভ্যাট বাবদ ২,২৯,৫৬,৪২৯/- টাকা আদায় না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি।**

বিবরণ ঃ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীনস্থ ২০১১-১২ সনের হিসাব নিরীক্ষায় পরিলক্ষিত হয় যে,

- ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা কার্যালয়ের পরিবহন বিভাগের আওতাধীন পৌর ফিলিং ষ্টেশন ইজারা মূল্যের উপর ১৫% ভ্যাট বাবদ ২৯,৭১,৮০০/- টাকা, এবং বাজার শাখা-২ ও সম্পত্তি বিভগের বিজ্ঞাপনী সংস্থার আয়, দোকান/ জায়গা-জমির ভাড়া এবং যন্ত্রপাতি ভাড়ার উপর ১৫% ভ্যাট বাবদ ২৩,১৮,১২১/- টাকা আদায় না করায়,
- ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের নিয়ন্ত্রণাধীন গাবতলী আন্তঃ জেলা বাস টার্মিনাল হতে বাস/ মিনিবাস এর পার্কিং ফি, কাউন্টার ভাড়া ইত্যাদি বাবদ ডিসেম্বর/১১ হতে জুন/১২ পর্যন্ত সময়ে ২,১৯,৯৬,০০০/- টাকা আদায় করা হয়েছে। এছাড়া মহাখালী আন্তঃ জেলা বাস টার্মিনাল হতে পার্কিং ফি বাবদ ডিসেম্বর/১১ হতে জুন/১২ পর্যন্ত সময়ে ৮৩,৫০,৮৪২/- টাকা আদায় করা হয়েছে। কিন্তু আদায়কৃত টাকার উপর ১৫% হারে ভ্যাট বাবদ ৪৫,৫২,০২৬/- টাকা আদায় না করায়,
- ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন আঞ্চলিক অফিসের আওতাধীন ৫টি অঞ্চলের মাধ্যমে ট্রেড লাইসেন্স ইস্যু ও নবায়ন ফি বাবদ আদায়কৃত টাকার উপর ১৫% ভ্যাট বাবদ ১,২১,৫০,৮৪১/- টাকা আদায় এবং
- ঢাকা সিটি কর্পোরেশন (উত্তর ও দক্ষিণ), ঢাকা কার্যালয়ের সম্পত্তি বিভাগের ২০০৮-২০১১ আর্থিক সনের ইস্যুভিত্তিক অডিটকালে পরিলক্ষিত হয় যে, ৬৫ নং ওয়ার্ডস্থিত ওয়াটার ওয়াক্স রোডস্থ ইসলামবাগ কাঁচা বাজার (৪৯ টি দোকান), নর্থ ব্লক রোডে ০.৫০০৪ একর জমিতে অস্থায়ী ভাবে জায়গা ভাড়া/ ফি টোল আদায় (২০ টি দোকান) এবং ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মালিকানাধীন ঢাকা নিউমার্কেট ১নং মেইন গেইটে খালি জায়গা ইত্যাদি হতে ভাড়া আদায়/ টোল আদায়ের অর্থের উপর ১৫% হারে ভ্যাট বাবদ ৯,৬৩,৬৪১/-টাকা আদায়/ জমা প্রদান না করায় সর্বমোট (২৯,৭১,৮০০/- + ২৩,১৮,১২১/- + ৪৫,৫২,০২৬/- + ১,২১,৫০,৮৪১/- + ৯,৬৩,৬৪১/-) = ২,২৯,৫৬,৪২৯/- টাকা সরকারের রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।
- ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এবং ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এস.আর.ও নং-১৭৫-আইন/২০১১/৫৯৮-মূসক তারিখ ৯/৬/২০১১ এবং সাধারণ আদেশ নং-৭/মূসক/২০১১ তারিখ ১৮/৮/২০১১ মোতাবেক বিজ্ঞাপনী সংস্থা, যন্ত্রপাতি ভাড়া প্রদানকারী সংস্থা ও ইজারাদারের নিকট হতে ১৫% ভ্যাট কর্তন না করায় রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পরিপত্র নথি নং-১৪(৭) মূসক-বাস্তবায়ন সেবা ও আবঃ/২০০৭/

১৩৬(১-৫৮) তারিখ ০২/৯/২০০৯ মোতাবেক স্থান ও স্থাপনা ও যন্ত্রপাতি ভাড়ার উপর ১৫% ভ্যাট এবং এস.আর ও নং-০৮-আইন/২০১১/৫৮৪-মুসক তারিখ ৯/১/২০১১ মোতাবেক স্থান ও স্থাপনার উপর ৯% হারে ভ্যাট কর্তনযোগ্য।

- জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এস আর ও নং- ২৪৪-আইন/২০১০/৫৬৪-মূসক, তাং-৩০/৬/২০১০ এর মাধ্যমে মূল্য সংযোজন কর আইন ১৯৯১ এর বিধিমালায় ১৮ ঙ সন্নিবেশিত করা হয়েছে। উক্ত বিধি অনুযায়ী লাইসেন্স, প্রদান/নবায়নকালে উৎসে ভ্যাট কর্তনযোগ্য। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং-৭/মূসক/২০১১ তারিখ ১৮/৮/২০১১ এর (গ) মোতাবেক এক্ষেত্রে ১৫% ভ্যাট কর্তন করতে হবে।

[বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট " ৮ " তে পৃথকভাবে প্রদত্ত।]

স্থানীয় অফিসের জবাব ঃ ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন জানায় যে, অনাদায়ী ভ্যাট আদায় প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। বিলের উপর যোগানদার হিসাবে নির্ধারিত হারে ভ্যাট হিসাব বিভাগ কর্তৃক কর্তন করা হয়। ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন জানায় যে, গাবতলী আন্তঃ জেলা বাস টার্মিনাল ও মহাখালী আন্তঃ জেলা বাস টার্মিনালের রাজস্ব আদায়ের খাসসমূহে ইজারা প্রদানের উপর মহামান্য হাইকোর্টের নিষেধাজ্ঞা রয়েছে বিধায় ইজারা প্রদান করা সম্ভব হয়নি। সিটি কর্পোরেশনের রাজস্ব আদায়ের বৃহত্তর স্বার্থে মিরপুর ও মহাখালী আন্তঃ জেলা বাস টার্মিনালে বিভাগীয় ব্যবস্থায় রাজস্ব আদায়ের সহযোগিতাকারী মনোনয়ন করা হয়েছে। যেহেতু গাবতলী ও মহাখালী বাস টার্মিনালের রাজস্ব আদায়ের জন্য ইজারাদার নিয়োগ করা হয়নি, সেহেতু টার্মিনাল দু'টিতে আপত্তিকৃত মূসক প্রযোজ্য নয়। ট্রেড লাইসেন্স ফি এর উপর ভ্যাট কর্তনের বিষয়ে জবাবদানে বিরত থাকে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব সন্তোষজনক নয়। কেননা, সরকারের আদেশ মোতাবেক ভ্যাট আদায় করা আবশ্যক ছিল।

- সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ১২/০২/২০১৩ ও ১০/০৩/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় এর সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ ইস্যু করা হয়। পরবর্তীতে ০২/৪/২০১৩ ও ১০/০৪/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ২৪/৪/২০১৩ ও ২৩/০৬/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র সচিব বরাবর জারি করা হয়, অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা সুপারিশ ঃ আলোচ্য অনিয়মের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক আপত্তিকৃত অর্থ সংশ্লিষ্টদের নিকট হতে আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করার প্রমাণকসহ নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং- ৯ ॥

শিরোনাম	ঃ	**ঠিকাদারের মোট পরিশোধিত বিলের উপর ৫.৫% ভ্যাট বাবদ ৬১,৯৫,৮২২/- টাকা আদায় না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি।**
বিবরণ	ঃ	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীনস্থ ২০১১-১২ সনের হিসাব নিরীক্ষায় পরিলক্ষিত হয় যে, পূর্ত কাজের বিল ভাউচার ও নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, নির্মাণ কাজে ঠিকাদারের মোট বিলের উপর ৫.৫% ভ্যাট বাবদ ঢাকা দক্ষিন সিটি কর্পোরেশনের ১১,৭৮,৩৯১/- টাকা এবং নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের ২,৩৪,৫৪৩/- টাকা আদায় না করায় এবং ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা কার্যালয়ের ২০০৮-২০১১ আর্থিক সনের ইস্যুভিত্তিক অডিট কালে পরিলক্ষিত হয় যে, মহাখালি পাইকারী কিচেন মার্কেটের ৬ষ্ট তলা ভিত্তির উপর বেজমেন্ট ও নীচ তলা নির্মাণ কাজের [ব্লক-সি ও ডি,,প্যাকেজ নং সি (ডব্লিউ ০৫-এ] সম্পাদিত কাজের মূল্য ৮,৬৯,৬১,৬০৫/-টাকা ৬টি বিলের মাধ্যমে (৫ম ও চুড়ান্ত বিল আংশিক করে দুই বার) ঠিকাদার মেসার্স জনি এন্টাপ্রাইজ, ১৩/১ কেজি গুপ্তলেন, লক্ষ্মীবাজার, ঢাকাকে পরিশোধ করা হয়। প্রতি বিলে রক্ষিত ১০% অর্থ সম্পাদিত কাজের মূল্য/বিল মূল্য হতে বাদ দিয়ে প্রাপ্ত অর্থের উপর ভ্যাট কর্তন করা হয়েছে। এছাড়া ৮,৬৯,৬১,৬০৫/-টাকার উপর ৫.৫% হারে কর্তনকৃত ভ্যাট বাবদ ৪৭,৮২,৮৮৮/- টাকা আদায় না করায় সর্বমোট (১১,৭৮,৩৯১/- + ২,৩৪,৫৪৩/- + ৪৭,৮২,৮৮৮/-)= ৬১,৯৫,৮২২/- টাকা সরকারের রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এস.আর.ও নং-২০১-আইন/২০১০/৫৫০-মূসক তারিখ ১০/৬/২০১০ খ্রিঃ মোতাবেক নির্মাণ সংস্থা শীর্ষক সেবার কোড এস ০০৪.০০ এর অধীন চুক্তিপত্র/ কার্যাদেশে উল্লেখিত মোট সেবা মূল্যের উপর উৎসে ৫.৫% হারে ভ্যাট ঠিকাদারের বিল হতে কর্তন করে সরকারি কোষাগারে জমা না করায় রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে। [বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট " ৯" তে প্রদত্ত।]
স্থানীয় অফিসের জবাব	ঃ	ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন জানায় যে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশ নং-মূসক/৯৩ তারিখ-১৭/১০/১৯৯৩ এর অনুচ্ছেদ (ঙ) ঠিকাদারের পরিশোধিত বিলের উপর ভ্যাট কর্তন করার বিধান রয়েছে। নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন জানায় যে, সরকারি সার্কুলার না পাওয়ায় বিধি মোতাবেক ভ্যাট কর্তন করা সম্ভব হয়নি। ভ্যাট কর্তন পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করা হবে।
নিরীক্ষা মন্তব্য	ঃ	▪ জবাব সন্তোষজনক নয়। কেননা, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ১২/১০/২০১১ তারিখের নির্দেশ মোতাবেক নির্মাণ কাজে ঠিকাদারের মোট বিলের উপর ভ্যাট কর্তন/আদায় করা হয়নি। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ঢাকা এর ১৭/১০/৯৩ ইং এর আদেশে জামানতের অর্থ বাদ দিয়ে ভ্যাট কর্তনের উল্লেখ নাই। এক্ষেত্রে মোট দাবীকৃত বিল হতে জামানতের অর্থ বাদ দিয়ে ভ্যাট কর্তন করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

- সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ১২/০২/২০১৩ ও ১০/০৩/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় এর সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ ইস্যু করা হয়। পরবর্তীতে ০২/৪/২০১৩ ও ১০/০৪/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ২৪/৪/২০১৩ ও ২৩/০৬/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র সচিব বরাবর জারি করা হয়, অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব/ মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা সুপারিশ ঃ উক্ত অনিয়মের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত অর্থ সংশ্লিষ্টদের নিকট হতে আদায় করতঃ সরকারি কোষাগারে জমা করে প্রমাণকসহ নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং- ১০ ॥

শিরোনাম ঃ **ঠিকাদারের বিল এবং বাস টার্মিনাল হতে ৫% উৎসে আয়কর আদায় না করায়/ কম আদায় করায় ৬৬,৬০,৬৬৮/- টাকা সরকারের রাজস্ব ক্ষতি।**

বিবরণ ঃ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীনস্থ ২০১১-১২ সনের হিসাব নিরীক্ষায় পরিলক্ষিত হয় যে, ঠিকাদারের বিল হতে উৎসে আয়কর ৫% এর কম আদায় করায় ঢাকা দক্ষিন সিটি কর্পোরেশনের ৬,৮৮,০৩৬/- টাকা এবং নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের ১,০৭,২১০/-টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।

- ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের নিয়ন্ত্রণাধীন গাবতলী আন্তঃ জেলা বাস টার্মিনাল ও মহাখালী আন্তঃ জেলা বাস টার্মিনাল হতে ডিসেম্বর/১১ হতে জুন/১২ মাসে বাস/ মিনিবাস এর পার্কিং ফি, বাবদ আদায়কৃত টাকার উপর ৫% হারে উৎসে আয়কর আদায় না করায় ১৫,১৭,৩৪২/- টাকা এবং

- ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা কার্যালয়ের ২০০৮-২০১১ আর্থিক সনের ইস্যুভিত্তিক অডিটে পরিলক্ষিত হয় যে, মহাখালি পাইকারী কিচেন মার্কেটের ৬ষ্ট তলা ভিত্তির উপর বেজমেন্ট ও নীচ তলা নির্মাণ কাজের [ব্লক-সি ও ডি,,প্যাকেজ নং সি (ডব্লিউ ০৫-এ] সম্পাদিত কাজের মূল্য ৮,৬৯,৬১,৬০৫/- টাকা ৬টি বিলের মাধ্যমে (৫ম ও চুড়ান্ত বিল আংশিক করে দুই বার) ঠিকাদার মেসার্স জনি এন্টাপ্রাইজ, ১৩/১ কেজি গুপ্তলেন, লক্ষীবাজার, ঢাকাকে পরিশোধ করা হয়। প্রতি বিলে রক্ষিত ১০% অর্থ সম্পাদিত কাজের মূল্য/ বিল মূল্য হতে বাদ দিয়ে প্রাপ্ত অর্থের উপর আয়কর কর্তন করা হয়েছে। এছাড়া ৫% হারে কর্তনকৃত আয়কর বাবদ ৪৩,৪৮,০৮০/- টাকা সহ সর্বমোট (৬,৮৮,০৩৬/- + ১,০৭,২১০/- + ১৫,১৭,৩৪২/- + ৪৩,৪৮,০৮০/-)= ৬৬,৬০,৬৬৮/- টাকা সরকারি কোষাগারে জমা না করায় রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।

- জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এস. আর.ও নং-২৬২-আইন/২০১০ তারিখ ১/৭/২০১০খ্রিঃ মোতাবেক ২ লক্ষ উর্দ্ধে ৫ লক্ষ পর্যন্ত ১%. ৫ লক্ষ টাকার উর্দ্ধে ১৫ লক্ষ পর্যন্ত ২.৫%, ১৫ লক্ষ উর্দ্ধে ২৫ লক্ষ ৩.৫%, ২৫ লক্ষ উর্দ্ধে ৩ কোটি ৪% এবং তিন কোটির উর্দ্ধে ৫% হারে আয়কর আদায় করার বিধান রয়েছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এস,আর.ও নং-১৬০-আইন/আয়কর/২০০৭ তারিখ ২৮/৬/২০০৭ মোতাবেক ৫% হারে আয়কর কর্তনযোগ্য।

[বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট "১০" তে পৃথক ভাবে প্রদত্ত।]

স্থানীয় অফিসের জবাব ঃ ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন জানায় যে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের স্মারক নং-জারাবো/কর-৭/আর আরাব/১৪/২০০৪ তারিখ ১১/২/০৪ এর মোতাবেক ঠিকাদারকে পরিশোধিত বিলের উপর আয়কর কর্তন করার বিধান রয়েছে। ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন জানায় যে,গাবতলী আন্তঃ জেলা বাস টার্মিনাল ও মহাখালী আন্তঃ জেলা বাস টার্মিনালের রাজস্ব আদায়ের খাসসমূহে ইজারা প্রদানের উপর মহামান্য হাইকোর্টের নিষেধাজ্ঞা রয়েছে বিধায় ইজারা প্রদান করা সম্ভব হয়নি। সিটি কর্পোরেশনের রাজস্ব আদায়ের বৃহত্তর স্বার্থে মিরপুর ও মহাখালী আন্তঃ জেলা বাস টার্মিনালে বিভাগীয় ব্যবস্থায় রাজস্ব আদায়ের সহযোগিতাকারী মনোনয়ন করা হয়েছে। যেহেতু গাবতলী ও মহাখালী বাস টার্মিনালের রাজস্ব আদায়ের জন্য ইজারাদার নিয়োগ

করা হয়নি, সেহেতু টার্মিনাল দু'টিতে আপত্তিকৃত আয়কর প্রযোজ্য নয়। নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন জানায় যে, আপত্তিকৃত অর্থ কর্তনপূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করা হবে এবং পরবর্তীতে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব সন্তোষজনক নয়। কেনানা ১/৮/২০১০ তারিখের জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশ মোতাবেক মোট দাবীকৃত বিল হতে জামিন জামানতের জমাকৃত টাকার উপর আয়কর আদায় করা হয়নি। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের স্মারক নং-জারাবো/কর-৭/আর আরাব/১৪/২০০৪ তারিখঃ ১১/২/২০০৪ আদেশে জামানতের অর্থ বাদ দিয়ে আয়কর কর্তনের উল্লেখ নাই।

- সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ১২/০২/২০১৩ ও ১০/০৩/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় এর সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ ইস্যু করা হয়। পরবর্তীতে ০২/৪/২০১৩ ও ১০/০৪/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ২৪/৪/২০১৩ ও ২৩/০৬/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র সচিব বরাবর জারি করা হয়, অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব/ মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা সুপারিশ ঃ উক্ত অনিয়মের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত অর্থ সংশ্লিষ্টদের নিকট হতে আদায় করতঃ সরকারি কোষাগারে জমা করে প্রমাণকসহ নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং- ১১ ॥

শিরোনাম	ঃ	বিভিন্ন গাড়ীতে সরবরাহকৃত জ্বালানী জাত দ্রব্যাদি (লুব্রিকেন্ট) বিলে ১০% লভ্যাংশ যোগ করে পৌর ফিলিং ষ্টেশনকে অতিরিক্ত বিল পরিশোধ করায় সংস্থার ২৬,১২,৩৫৭/- টাকা আর্থিক ক্ষতি।
বিবরণ	ঃ	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীনস্থ ঢাকা দক্ষিণ ও উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ২০১১-১২ সনের হিসাব নিরীক্ষায় পরিলক্ষিত হয় যে, গাড়ীর জ্বালানী জাত দ্রব্যাদি ক্রয়ের ভাউচার ও রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বিভিন্ন সরবরাহকৃত জ্বালানী (লুব্রিকেন্ট) বিলের উপর বিধি বহির্ভূতভাবে ১০% হারে লভ্যাংশ যোগ করে মেসার্স পৌর ফিলিং ষ্টেশনকে অতিরিক্ত অর্থ পরিশোধ করায় ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের ২০,৩৫,৮৭৬/- টাকা এবং ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ৫,৭৬,৪৮১/- টাকা সহ সর্বমোট ২৬,১২,৩৫৭/- টাকা আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে। নিয়ম বহির্ভূতভাবে বিল প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক প্রদানযোগ্য বিলে অতিরিক্ত ১০% লভ্যাংশ যোগ করে বিল প্রদান করায় অতিরিক্ত অর্থ পরিশোধিত হয়েছে। [বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট " ১১" তে প্রদত্ত।]
স্থানীয় অফিসের জবাব	ঃ	ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন জানায় যে, যেহেতু ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন সেবামূলক প্রতিষ্ঠান সেই লক্ষ্যে বিবেচনা করে শুধু মাত্র জ্বালানী জাত দ্রব্যাদি (লুব্রিকেন্ট) এর উপর কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে ১০% লভ্যাংশ প্রদান করা হয়ে থাকে। ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন জানায় যে, কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে মেসার্স পৌর ফিলিং ষ্টেশন এর লীজ গ্রহীতা জে.আর.ট্রেডিং লিঃ কে জ্বালানীজাত দ্রব্যের উপর ১০% হারে লভ্যাংশ যোগ করে অর্থ পরিশোধ করা হয়ে থাকে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব সন্তোষজনক নয়। কেননা, বিলের অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করায় কোন অবকাশ নাই। কিন্তু এক্ষেত্রে চাহিদাকৃত বিলের সাথে অতিরিক্ত ১০% লভ্যাংশ যোগে করে ২৬,১২,৩৫৭/- টাকা প্রদান করা হয়েছে যা অনিয়মিত এবং আদায়যোগ্য।
- সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ১০/০৩/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় এর সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ ইস্যু করা হয়। পরবর্তীতে ১০/০৪/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ২৩/০৬/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র সচিব বরাবর জারি করা হয়, অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব/ মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা সুপারিশ	ঃ	উক্ত অনিয়মের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করতঃ সংশ্লিষ্ট তহবিলে জমা করে প্রমাণকসহ নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং- ১২ ॥

শিরোনাম ঃ **Dense Bituminous Surfacing (Plant Method) Premix Bituminous প্রতি বর্গমিটার প্রাক্কলিত মূল্য অপেক্ষা অস্বাভাবিক অধিকহারে ঠিকাদারকে বিল পরিশোধ করায় সংস্থার ৯,০২,৯৪০/- টাকা আর্থিক ক্ষতি।**

বিবরণ ঃ ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, নগর ভবন, ঢাকা কার্যালয়ের অঞ্চল-৫ (সায়েদাবাদ) প্রকৌশল বিভাগের উন্নয়নমূলক কাজের নথিপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, Dense Bituminous Surfacing (Plant Method) Premix Bituminous কাজের (আইটেম নং-৭) ঠিকাদারকে অস্বাভাবিক হারে বিল পরিশোধ করায় আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। নারিন্দা হতে টিপু সুলতান রোড পর্যন্ত খোলা ড্রেনসহ রাস্তা নির্মাণ কাজের পরিমাণ ছিল ২১৫৫.৫৩ বর্গমিটার। D.C.C Rate Schedule August/2010 অনুযায়ী প্রাক্কলিত মূল্য ছিল প্রতি বর্গমিটারে ৫১৬/- টাকা। ঠিকাদার কর্তৃক দাখিলকৃত দর প্রতি বর্গমিটারে ৯৩২/- টাকা । ফলে প্রতি বর্গমিটার (৯৩২-৫১৬) = ৪১৬/- টাকা বেশী অর্থাৎ একটি আইটেমে ৮০.৩২% এর উর্দ্ধ (Above)। ফলে ঠিকাদারকে (২১৭০.৫৩ বঃ মিঃ × ৪১৬/-) ৯,০২,৯৪০/-টাকা অতিরিক্ত পরিশোধ করায় সংস্থার আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। বিবরণ নিম্নে দেয়া হলো।

ঠিকাদারের নাম	কার্যাদেশ নং	কাজের নাম	পরিমাণ	প্রদত্ত দর প্রতি বর্গ মিটার	প্রাক্কলিত দর প্রতি বর্গ মিটার	দরের পার্থক্য	মোট অতিরিক্ত পরিশোধ
ফের্স জায়েদ এন্টারপ্রাইজ ২৪৬ পশ্চিম ধানমন্ডি, ঢাকা।	০৬ ১২/৭/১২ প্রকৌশল বিভাগ অঞ্চল ০৫ (সায়দাবাদ)	হোঃ নং- ১৩ নারিন্দা হতে হোল্ডিং নং ২৫/১ টিপু সুলতান পর্যন্ত খোলা ড্রেন সহ রাস্তা মেরামত কাজ	২১৭০.৫৩ m^2	২১৭০.৫৩ m^2 × ৯৩২ = ২০২২৯৩৩/৯৬	৫১৬ প্রতি বর্গ মিটার	৪১৬/- × প্রতিবর্গ মিটার ২১৭০৫৩ m^2	৯,০২,৯৪০

পিপিআর-২০০৮ এর বিধি ৩৩(২)ক অনুযায়ী প্রাক্কলন অপেক্ষা অস্বাভাবিক উর্ধ্ব মূল্য পাওয়া গেলে সেই দরপত্র বাতিলযোগ্য। কিন্তু কর্তৃপক্ষ অস্বাভাবিক উর্ধ্ব মূল্যের দরপত্র বাতিল না করে কাজ সম্পাদন ও বিল পরিশোধ করেছেন।

স্থানীয় অফিসের জবাব ঃ Dense Bituminous Surfacing (Plant Method) Premix Bituminous কাজের ঠিকাদারের উর্দ্ধৃত দর ৯৩২/-টাকা হিসাবে বিল প্রদান করা হয়েছে। ঠিকাদারের উর্দ্ধৃত দরের চেয়ে কম/ বেশী বিল প্রদান করার কোন সুযোগ নেই।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব সন্তোষজনক নয়। কেননা, D.C.C Rate Schedule August/2010 ও প্রাক্কলিত মূল্য অপেক্ষা অধিক মূল্যে রাস্তা উন্নয়ন কাজে বিল পরিশোধ করায় সংস্থার আর্থিক ক্ষতি হয়েছে এবং আইটেম ভিত্তিক অস্বাভাবিক মূল্যের বিষয়ে TEC কোন ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি।
- সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ১০/৩/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় এর সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ ইস্যু করা হয়। পরবর্তীতে ১০/৪/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ২৩/৬/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র সচিব বরাবর জারি করা হয়, অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব/ মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা সুপারিশ ঃ উক্ত অনিয়মের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণসহ আপত্তিকৃত অর্থ সংশ্লিষ্টদের নিকট হতে আদায় পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করে প্রমাণকসহ নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং- ১৩ ॥

শিরোনাম	ঃ	**গোমতি ফিলিং ষ্টেশনের নামে কোন সিএনজি গ্যাস ষ্টেশন না থাকা সত্বেও সংশ্লিষ্ট ফিলিং ষ্টেশনের নামে বিভিন্ন গাড়ীর সিএনজি গ্যাস ক্রয় দেখিয়ে বিল পরিশোধ করায় সংস্থার ৩,০৪,৯৪,৬৫৬/- টাকা আর্থিক ক্ষতি।**
বিবরণ	ঃ	ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা কার্যালয়ের ২০১১-১২ সনের হিসাব নিরীক্ষায় পরিবহন বিভাগের জ্বালানী বিল ভাউচার ও লগ বই যাচাইয়ে লক্ষ্য করা যায় যে, কোন সিএনজি ফিলিং ষ্টেশন না থাকা সত্বেও মেসার্স গোমতি ফিলিং ষ্টেশন এন্ড সার্ভিস সেন্টার লিঃ যাত্রাবাড়ী ঢাকার নামে বিভিন্ন গাড়ির সিএনজি গ্যাস ক্রয় দেখিয়ে বিল পরিশোধ করায় সংস্থার ৩,০৪,৯৪,৬৫৬/- টাকা আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে। ট্রেজারি রুলস্ ১ম খন্ড ৮১(২) অনুযায়ী আয়ন ও ব্যয়ন কর্মকর্তা ব্যতিরেকে নগদ অর্থের মালামাল (সিএনজি) ক্রয় করায় সংস্থার আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে। [বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট "১২" তে প্রদত্ত।]
স্থানীয় অফিসের জবাব	ঃ	কর্পোরেশনের নিজস্ব পেট্রোল পাম্পটি জে আর ট্রেডিং লিঃ কে ইজারা প্রদান করা হয়েছে। উক্ত পাম্পটিতে কোন সিএনজি ফিলিং মেশিন নেই। ইজারা প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান সরকার নির্ধারিত মূল্যে ইস্যুকৃত জ্বালানী স্লিপের বিপরীতে নির্ধারিত দামে সংশ্লিষ্ট গাড়ী চালকদের নগদ অর্থ প্রদান করা হয়ে থাকে। এর জন্য ইজারা প্রতিষ্ঠানকে কোন অতিরিক্ত লভ্যাংশ প্রদান করা হয় না। এক্ষেত্রে চালকগণ নিকটবর্তী সিএনজি ষ্টেশন থেকে গ্যাস সংগ্রহ করে থাকে। তবে এর সুষ্ঠু সমাধানের প্রক্রিয়া চলমান আছে।
নিরীক্ষা মন্তব্য	ঃ	▪ জবাব সন্তোষজনক নয়। কেননা, অনুমোদিত সিএনজি ফিলিং ষ্টেশন হতে সিএনজি (গ্যাস) ক্রয় না করে গোমতি ফিলিং ষ্টেশনের নামে কোন সিএনজি ফিলিং ষ্টেশন না থাকা সত্বেও তার নামে সিএনজি ক্রয়ের বিল পরিশোধ করায় সংস্থার আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। ▪ সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ১০/০৩/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় এর সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ ইস্যু করা হয়। পরবর্তীতে ১০/০৪/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ২৩/০৬/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র সচিব বরাবর জারি করা হয়, অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব/ মন্তব্য পাওয়া যায়নি।
নিরীক্ষা সুপারিশ	ঃ	উক্ত অনিয়মের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণসহ আপত্তিকৃত অর্থ সংশ্লিষ্টদের নিকট হতে আদায় পূর্বক সংস্থার তহবিলে জমা করে প্রমাণকসহ নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং- ১৪ ॥

শিরোনাম	ঃ	**মিরপুর গাবতলী গবাদী পশুর হাট ইজারালব্ধ অর্থের উপর ৫% অর্থ সেলামি বাবদ "৭-ভূমি রাজস্ব" খাতে জমা প্রদান না করায় ৩৫,০৫,০০০/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি ।**
বিবরণ	ঃ	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা কার্যালয়ের ২০১১-১২ সনের হিসাব অডিটকালে দেখা যায় যে, তার মালিকানাধীন মিরপুর গাবতলী গবাদী পশুর হাট হাসিল আদায়ের লক্ষ্যে বাংলা ১৪১৯ সালের জন্য জনাব মোঃ লুৎফর রহমান কে ৭,০১,০০,০০০/- টাকার ইজারা প্রদান করা হয়। ইজারা প্রদানের তারিখ ১১/০৪/২০১২। পৌরসভা/ সিটি কর্পোরেশনে অবস্থিত সকল হাটবাজার থেকে প্রাপ্ত ইজারালব্দ অর্থের উপর ৫% সেলামি বাবদ "৭-ভূমি রাজস্ব" খাতে জমা প্রদান না করায় ৩৫,০৫,০০০/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের ০৭/০২/২০০৮ খ্রিঃ তারিখের পত্র নং- প্রজেই-২/ হ-৫/২০০৮/১১৬/১ (৫৫০০) এর ৪(খ) (১) মোতাবেক পৌরসভার ক্ষেত্রে ইজারা মূল্য হতে ইজারা জনিত খরচ বাদে অবশিষ্ট মূল্য আয়ের ৫% অর্থ সেলামি স্বরূপ ইজারার টাকা সরকারকে "৭-ভূমি রাজস্ব" খাতে ইজারা টাকা আদায়ের ০৭(সাত) কর্মদিবসের মধ্যে সরকারি খাতে জমা প্রদান করতে হবে।
স্থানীয় অফিসের জবাব	ঃ	▪ বর্ণিত হাটের প্রাপ্ত সমুদয় অর্থ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের সাধারন তহবিলে জমা প্রদান করা হয়েছে। ইজারা মূল্য হতে ৫% হারে ৩৫,০৫,০০০/- টাকা "৭-ভূমি রাজস্ব" খাতে জমা প্রদানের জন্য নথি উপস্থাপন করা হয়েছে। বরাদ্দ পাওয়া গেলে যথাযথ ভাবে জমা দেয়া হবে।
নিরীক্ষা মন্তব্য	ঃ	▪ জবাব সন্তোষজনক নয়। কেননা, ইজারা নীতিমালা অনুযায়ী ইজারার টাকা আদায়ের ০৭(সাত) কার্য দিবসের মধ্যে সেলামির অর্থ সরকারকে "৭-ভূমি রাজস্ব" খাতে জমা প্রদান করতে হবে। ▪ সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ০৬/০৩/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় এর সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ ইস্যু করা হয়। পরবর্তীতে ০৮/০৪/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ২৩/০৬/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র সচিব বরাবর জারি করা হয়, অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব/ মন্তব্য পাওয়া যায়নি।
নিরীক্ষা সুপারিশ	ঃ	উক্ত অনিয়মের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণসহ আপত্তিকৃত অর্থ আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা দিয়ে প্রমাণকসহ নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-১৫ ॥

শিরোনাম	ঃ	**সিডিউল অব রেইটস অপেক্ষা অস্বাভাবিক বেশি দরের আইটেমের কাজ করার ফলে ঠিকাদারকে ১৩,৭৯,৫৭১/- টাকা অতিরিক্ত পরিশোধ ।**
বিবরণ	ঃ	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা এর ২০১১-১২ সনের হিসাব নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে, ওয়াসা কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার প্রকল্পের আওতায় বীর উত্তম এ ডাব্লিউ চৌধুরী সড়কের খননকৃত অংশের মেরামত কাজের (গ্রুপ-ক, অঞ্চল-৪) জন্য দরপত্র আহ্বান করা হলে মেসার্স মাহবুবুর রহমান রেট সিডিউল ও প্রাক্কলনে বর্ণিত রেট অপেক্ষা কোন কোন আইটেমে অস্বাভাবিক কম দরে এবং কোন কোন আইটেমে অস্বাভাবিক বেশী দরে দরপত্র দাখিল করে সর্বনিম্ন দরদাতা বিবেচিত হয় এবং সে অনুযায়ী কার্যাদেশ দেয়া হয়। কিন্তু নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, যে সকল আইটেমের দর অস্বাভাবিক কম দেখানো হয়েছে সে সকল আইটেমের কাজ করানো হয়নি। আবার যে সকল আইটেমে অস্বাভাবিক বেশি দর দাখিল করা হয়েছে সে সকল আইটেমের কাজ করানো হয়েছে। ফলে যে সকল আইটেমের কাজ করানো হয়েছে তাতে প্রাক্কলিত মূল্য অপেক্ষা অতিরিক্ত বিল পরিশোধ করা হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ আইটেম নং- Single Layer Brick Flat Soling প্রাক্কলিত দর ৩০৩/- টাকা প্রতি বর্গমিটার, দরপত্রে ঠিকাদার প্রদত্ত দর ৫/- প্রতি বর্গমিটার। আইটেম নং-৯ Concrete Class 20(১ঃ২ঃ৪ঃ) C.C. with Stone Chips প্রাক্কলিত দর ৮,৫১৬/- Per Cum ঠিকাদার প্রদত্ত দর ১১৮৮/৭৩ টাকা Per Cum এ সকল আইটেমে অস্বাভাবিক কম দরে দরপত্র দাখিল করা হয়েছে এবং এ সকল আইটেমের কাজ করানো হয়নি। পক্ষান্তরে আইটেম নং- ১৩ Bituminous Tack Coat প্রাক্কলিত দর ৬১/- Sqm ঠিকাদার প্রদত্ত দর ১৮৫/- Sqm আইটেম নং- ১৪- zmm Compacted Premix Bituminous Seal Coat, প্রাক্কলিত দর ৯৮/- Sqm ঠিকাদার প্রদত্ত দর ১৮৫/- Sqm এ সকল আইটেমে অস্বাভাবিক বেশি দর দাখিল করা হয়েছে এবং এ সকল আইটেমের কাজ করানো হয়েছে। এর ফলে ঠিকাদারকে পরিশোধিত বিলে প্রাক্কলন মূল্য অপেক্ষা ১৩,৭৯,৫৭১/- টাকা অতিরিক্ত পরিশোধ করা হয়েছে। পিপি আর -২০০৬ এর ধারা ১৯(১ক) অনুযায়ী দাপ্তরিক প্রাক্কলিত দরের ৫% এর অধিক কম বা অধিক বেশি দরপত্রের উদ্ধৃত করা হলে উক্ত দরপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে। [বিস্তারিত বিবরণ ২য় খন্ডের পরিশিষ্ট- " ১৩" তে প্রদত্ত।]
স্থানীয় অফিসের জবাব	ঃ	স্থানীয় অফিস জবাব দানে বিরত থাকে ।
নিরীক্ষা মন্তব্য	ঃ	▪ জবাব প্রদান না করায় আপত্তিটি স্বীকৃতি পেয়েছে প্রতিয়মান হয়েছে। ▪ সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ০৬/০৩/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় এর সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ ইস্যু করা হয়। পরবর্তীতে ০৮/০৪/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ২৩/০৬/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র সচিব বরাবর জারি করা হয়, অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব/ মন্তব্য পাওয়া যায়নি।
নিরীক্ষা সুপারিশ	ঃ	উক্ত অনিয়মের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণসহ আপত্তিকৃত অর্থ সংশ্লিষ্ট দায়ীব্যক্তির নিকট হতে আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করে প্রমাণকসহ নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং- ১৬ ॥

শিরোনাম	ঃ	**এ.সি.আই ফরমুলেশন লিমিটেড সর্বনিম্ন দরদাতা হওয়া সত্বেও এ.সি.আই হতে মশক নিবারক কীটনাশক এডালটিসাইড ক্রয় না করায় ৩৩,৬৩,০০০/- টাকা অতিরিক্ত পরিশোধ করা হয়েছে।**
বিবরণ	ঃ	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা এর ২০১১-১২ সনের হিসাব অডিটকালে দেখা যায় যে, হিসাব নং-এসটিডি-৩০৪, বিল নং-৪৫২, তারিখঃ-২৩/৩/১২ এর মাধ্যমে মেসার্স মোল্লাহ এন্টারপ্রাইজকে ২৫,০০০ লিটার কীটনাশক এডালটিসাইড Limit Liquid Insecticide PHP-205 সরবরাহের বিল বাবদ ৯৩,০০,০০০/- টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। নিরীক্ষাকালে সংশ্লিষ্ট নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, উক্ত কীটনাশক ক্রয়ের জন্য দরপত্র আহ্বান করা হলে ৪টি দরপত্র পাওয়া যায়। তন্মধ্যে এ.সি.আই ফরমুলেশন লিঃ এর দর প্রতি লিটার ২৩৭.৪৮ টাকা। এ.সি.আই একটি প্রতিষ্ঠিত কোম্পানী। দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক এসিআই লিঃ এর কীটনাশকের প্রয়োগ মাত্রা অনুসারে আইইডিসিআর হতে কার্যকারীতা পরীক্ষার ফলাফল দাখিল করার জন্য পত্র দেয়া হয়। উক্ত পত্র অনুযায়ী ২৮/১২/১১ তারিখ পর্যন্ত বর্ধিত সময়সীমা থাকা সত্বেও ২৭/১২/১১ তারিখে পরীক্ষার কার্যফল দাখিল না করায় তার দরপত্র Non Responsive করা হয়। পক্ষান্তরে মেসার্স মোল্লাহ এন্টারপ্রাইজকে এর নমুনার কোন রকম পরীক্ষা ছাড়াই Responsive করা হয় এবং প্রতি লিটার ৩৭২/- টাকা দরে কার্যাদেশ দেয়া হয়। নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, এসিআই হতে কীটনাশক না দিয়ে মোল্লাহ এন্টারপ্রাইজ হতে কীটনাশক ক্রয় করায় প্রতি লিটার (৩৭২.০০ - ২৩৭.৪৮) = ১৩৪/৫২ টাকা হিসাবে ২৫,০০০ লিটারে ৩৩,৬৩,০০০/- টাকা সিটি কর্পোরেশনের অতিরিক্ত ব্যয় হয়েছে।
স্থানীয় অফিসের জবাব	ঃ	স্থানীয় কর্তৃপক্ষ জবাব প্রদানে বিরত থাকেন।
নিরীক্ষা মন্তব্য	ঃ	▪ জবাব প্রদানে বিরত থাকা আপত্তির যথার্থতা প্রতিফলিত করে। ▪ সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ০৬/০৩/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় এর সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ ইস্যু করা হয়। পরবর্তীতে ০৮/০৪/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ২৩/০৬/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র সচিব বরাবর জারি করা হয়, অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব/ মন্তব্য পাওয়া যায়নি।
নিরীক্ষা সুপারিশ	ঃ	উক্ত অনিয়মের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণসহ আপত্তিকৃত অর্থ সংশ্লিষ্ট দায়ীব্যক্তির নিকট হতে আদায়পূর্বক সংশ্লিষ্ট খাতে জমা করে প্রমাণকসহ নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-১৭ ॥

শিরোনাম	ঃ	ট্রেড লাইসেন্স নবায়নকালে অগ্রিম আয়কর বাবদ ২,৭৪,০০০/- টাকা আদায় না করায় রাজস্ব ক্ষতি।
বিবরণ	ঃ	নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন, নারায়ণগঞ্জ কার্যালয়ের ২০১০-১২ অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষায় ট্রেড লাইসেন্স নবায়নসংক্রান্ত রেজিষ্টার ও নথিপত্র পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, ২০১০-২০১১ ও ২০১১-১২ অর্থ বছরে ২৭৪ জন করে মোট ৫৪৮ জন লাইসেন্স নবায়নকারী থেকে ৫০০/- টাকা হারে আয়কর আদায় না করায় (৫৪৮×৫০০) = ২,৭৪,০০০/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি সাধিত হয়েছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড স্মারক নং- জারাবো/ আঃ আঃ বি/কর-৭/বাজেট ২০০৮-০৯(১)/১৮৬, তাং- ০৩/৮/২০০৮ ইং এর অনুচ্ছেদ ৬ অনুযায়ী ট্রেড লাইসেন্স নবায়নকালে অগ্রিম আয়কর বাবদ ৫০০/- টাকা হারে আদায় না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি। [বিস্তারিত বিবরণ ২য় খন্ডের পরিশিষ্ট-"১৪" তে প্রদত্ত।]
স্থানীয় অফিসের জবাব	ঃ	আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা হবে।
নিরীক্ষা মন্তব্য	ঃ	▪ জবাব স্বীকৃতিমূলক। ▪ সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ০৭/০৩/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় এর সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ ইস্যু করা হয়। পরবর্তীতে ০৯/০৪/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ২৩/০৬/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়, অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব/ মন্তব্য পাওয়া যায়নি।
নিরীক্ষা সুপারিশ	ঃ	উক্ত অনিয়মের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণসহ আপত্তিকৃত অর্থ সংশ্লিষ্ট দায়ীব্যক্তির নিকট হতে আদায় পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করে প্রমাণক সহ নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং- ১৮ ॥

শিরোনাম ঃ **ইজারাদারের নিকট থেকে ইজারা বাবদ ৯,৮২,০০০/- টাকা অনাদায় থাকায় সংস্থার আর্থিক ক্ষতি।**

বিবরণ ঃ নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন, নারায়ণগঞ্জ কার্যালয়ের ২০১০-১২ অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষায় সিদ্ধিরগঞ্জ অঞ্চলের বিভিন্ন ইজারাদারের নিকট ১৪১৮ বাংলা সনে মোট ৯,৮২,০০০/- টাকা ইজারা বাবদ অনাদায় রয়েছে। ফলে সংস্থার আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে। বিবরণ নিম্নে দেয়া হলো

ইজারাকৃত প্রতিষ্ঠানের নাম	ইজারা গ্রহীতার নাম ও ইজারার সন	ইজারাগ্রহীত মূল্য	আদায়কৃত অর্থ	অনাদায়কৃত অর্থ
টেক্সী/বেবী ট্যাক্সী ষ্ট্যান্ড	মোঃ সফিকুল ইসলাম , ১৪১৮ বাংলা	৩,৪২,০০০/-	-	৩,৪২,০০০/-
বাস/মিনিবাস ষ্ট্যান্ড (কোমল মিনিবাস ব্যতিত)	মোঃ আবু সায়েম প্রধান, ১৪১৮ বাংলা	৬,৪০,০০০/-	-	৬,৪০,০০০/-
			সর্বমোট	৯,৮২,০০০/-

অনিয়মের প্রকৃতি ঃ স্থানীয় সরকার বিভাগের ইজারা সংক্রান্ত ২১/৯/২০১১ ইং তারিখের ৮৭০ নং স্মারক মোতাবেক ইজারার অর্থ ৭ দিনের মধ্যে সংস্থার তহবিলে জমা না করায় আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

স্থানীয় অফিসের জবাব ঃ নথিপত্র যাচাই করে আদায়ের ব্যবস্থা করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব স্বীকৃতিমূলক।
- সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ০৭/০৩/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় এর সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ ইস্যু করা হয়। পরবর্তীতে ০৯/০৪/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ২৩/০৬/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়, অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব/ মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা সুপারিশ ঃ উক্ত অনিয়মের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণসহ আপত্তিকৃত অর্থ সংশ্লিষ্ট দায়ীব্যক্তির নিকট হতে আদায় পূর্বক সংস্থার তহবিলে জমা করে প্রমাণক সহ নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক।

স্বাক্ষরিত

(মোঃ জাকির হোসেন খোন্দকার)
মহাপরিচালক
স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর।

বাঃসঃমুঃ-২০১৫-১৬/৫১২২কম/এ—৭৫০ বই, ২০১৬।